ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যে শঙ্কায় বিয়ে করছেন না সালমান খান

পৃঃ ৫

অবসর ভেঙে ফেরার সেই কঠিন সময়ের গল্প শোনালেন মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৭৮ ● কলকাতা ● ১৬ আষাঢ়, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০১ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাংলাতে ভোল বদল করেছে মহিলা কমিশনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্লোগান ছিল 'আবকে বার ৪০০ পার'। কিন্তু দেশের জনতা তাঁদের সেই লক্ষ্যের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেননি। তাঁদের দেশের জনতা আটকে দিয়েছেন ২৪০টি আসন দিয়েই। ৪০০'র বেশি আসন তো বহু দূরের কথা, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতারও অনেকটা দূরেই পদ্মশিবিরকে আটকে দিয়েছেন দেশের জনতা।

কয়েক দিন আগে মাঠে ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন রুইডাঙা এলাকাযর বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্যা। অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে গালিগালাজ করে মারধর করেন কয়েক জন মহিলা। এমনকি, তাঁকে বিবস্ত্র করেও পেটানো হয়। এ নিয়ে ঘোকসাডাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এখনও পুলিশি তদন্ত চলছে। পদ্মশিবির দাবি করেছে, বিজেপি করেন বলেই মহিলাকে হেনস্থা করা হয়েছে। তারা পুরো ঘটনার সঙ্গে শাসকদলকে জড়িয়ে এ-ও অভিযোগ করেছে যে, শুধু মহিলারাই নন, হেনস্থায় ছিলেন পুরুষরাও। তা ছাড়া পুলিশি তদন্তে আস্থা নেই বলে জানিয়েছে পদ্মশিবির। অগ্নিমিত্রা গতকালই সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধির সুর কিন্তু মেলেনি বিজেপির সুরের সঙ্গে। কার্যত আগে যা মিলে সুর মেরা তুমহারা হয়ে যেত। লোকসভা নির্বাচনের ফল অনেক ছবিই বদলে দিচ্ছে।আর সেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পরে পরেই বড়সড় ভোল বদল চোখে পড়ছে জাতীয় মহিলা কমিশনের কথায় ও কাজে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই কমিশনকেই কার্যত বিজেপির মহিলা কমিশন হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বাংলার বুকে পান থেকে চুন খসলেই সেই কমিশন দৌড়ে দৌড়ে চলে আসতো নাহয় টিম পাঠাতো। সেই সঙ্গে বাংলায় এসে তাঁরা রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষেদ্গার চালাতো। কার্যত বিজেপির হয়ে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা

এরপর ৩ পাতায়

স্থলসেনা প্রধান জেনারেল হলেন

উপেন্দ্র দ্বিবেদী

দিল্লী: নিউজ সারাদিন : দেশের নতুন সেনাপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। ৩০তম সেনাপ্রধান হলেন তিনি। রবিবার সেনাপ্রধান হিসাবে মনোজ পাণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তার পরেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন উপেন্দ্র। তিনি এত দিন ভারতীয় সেনার উপপ্রধান পদে ছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর এবং চিন সীমান্তে বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে উপেন্দ্রের। সেনার সঙ্গে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে যুক্ত তিনি। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চিন সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা সামলেছেন উপেন্দ্র। চিনের সঙ্গে সমঝোতার আলোচনায় অন্যতম ছিলেন তিনি। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সেনার উপপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন উপেন্দ্র। তার আগে তিনি ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নর্দার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ ছিলেন। বর্তমানে সেনাপ্রধান হিসাবে তাঁকে নৌসেনা এবং

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূলের রাজনৈতিক সাফল্য ও ব্যর্থতার চুলচেরা বিশ্লেষণ

নয়াদিল্লি : নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের পর ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসছে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূলের রাজনৈতিক সাফল্য ও ব্যর্থতার চুলচেরা বিশ্লেষণ। আগেই জানা গিয়েছে, মোদি ম্যাজিক ফিকে হয়েছে এবার। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্ট্রাইক রেট কমেছে ২৯ শতাংশ! অন্যদিকে বেড়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাফল্যের হার। এবারের ভোটে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ আসন ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ এবং অসমে প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল। জিততে না পারলেও ভিনরাজ্যের ৫ আসনে নিজের ছাপ রেখেছে। চমকে দেওয়া ফল করেছেন উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ললিতেশপতি ত্রিপাঠী। বিজেপি প্রার্থীর কাছে ৪৪ হাজার ভোটে পরাজিত হলেও যোগীরাজ্যে তৃণমূলের সমর্থনে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ভোট পেয়ে চমকে দিয়েছেন তিনি। বিশ্লেষকদের বক্তব্য, এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর দিন রাত এক করা পরশ্রম। তীব্র গরমে প্রায় শতাধিক জনসভা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দলের এই ঝলমলে সাফল্যে বড় ভূমিকা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। সেই কারণেই ডিএমকে (১০০%), টিডিপি (৯৪%), জেডিইউ-র (৭৫%), এনসিপি-র (৬৭%) মতো আঞ্চলিক দলগুলিকে বাদ দিলে তৃণমূলই লোকসভার নিরিখে সবার উপরে।এবার দেখা গেল দল হিসেবে দুরন্ত ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের স্ট্রাইক রেট ৬২ শতাংশ। যা বিজেপি, কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির থেকে অনেকটাই বেশি।

এমনিতে লোকসভা আসন দখলের নিরিখে এগিয়ে বিজেপি । তবে কিনা ৪৪১ আসনে লড়ে ২৪০টি কেন্দ্রে জয় পেয়েছে তারা। অতএব, গেরুয়া শিবিরের স্ট্রাইক রেট ৫৪ শতাংশ। অন্যদিকে চলতি নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বাড়লেও ৩২৮ আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ৯৯টি লোকসভা কেন্দ্রে সাফল্যের মুখ দেখেছে তারা। স্ট্রাইক রেট তলানিতে, ৩০ শতাংশ। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টির পরিসংখ্যান কিছুটা ভালো। ৭০ আসনে লড়ে ৩৭টিতে জয় পাওয়ায় স্ট্রাইক রেট ৫৩ শতাংশ। যদিও ঘাসফুলকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি তারাও। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে ৪৭ আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল। ২৯টি কেন্দ্রে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। সাফল্যের হার নজরকাড়া ৬২ শতাংশ।

কলকাতায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যু,

বাংলাদেশিসহ গ্রেফতার তিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে এক জনের মৃত্যু, বাংলাদেশিসহ গ্রেফতার তিন মোবাইল চোর সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে খুনের অভিযোগ কলকাতার সল্টলেকে। গতকাল শনিবার ভোরবেলায় সল্টলেকের পোলেনাইট এলাকায় ২২ বছর বয়সী প্রসেন মন্ডল নামে ওই যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এদিন মোবাইল চোর সন্দেহে তাকে তাড়া করে কয়েকজন যুবক। এরপরই তাদের হাত থেকে পালাতে চায় প্রসেন। যদিও তিনি ব্যর্থ হন। এরপরই তিন যুবকের বেধড়ক মারে অচেতন হয়ে পড়েন প্রসেন। পরে তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সল্টলেকের পোলেনাইট এলাকায়।

ইতোমধ্যেই এ ঘটনার তদন্তে নেমেছে সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন তপন সরকার, হর্ষিত সরকার এবং শ্রীদাম মন্ডল। এদিন রাতে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতার তিনজনের মধ্যে একজন বাংলাদেশের নাগরিক।

জানা গেছে, এক যুবক প্রসেন মন্ডলকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেই হাসপাতাল থেকে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানায় খবর দেওয়া হয়। সাথে সাথেই পুলিশ এসে ওই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই গণপিটুনির কারণ জানতে পারে পুলিশ। নিহত প্রসেন মন্ডল ওই এলাকায় তার দিদিমার সাথে থাকতেন বলে জানা গেছে। তাদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও তিনি মোবাইল চুরি করতে পারেন, এটা বিশ্বাস করছেন না তার প্রতিবেশীরাও। জানা গেছে, প্রসেন নিজে অর্থ উপার্জন করতেন না। মানসিকভাবেও কিছুটা বিধ্বস্ত ছিলেন তিনি। তার দিদিমাই দুই বেলা কাজ করে রোজগার করতেন।

ড্রেনের ওপর স্লাব পেতে ঢালাই করে তৈরি হচ্ছে পাকা বাড়ি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেচ দফতরের ড্রেন। সেই ড্রেনের ওপর স্লাব পেতে ঢালাই করে তৈরি হচ্ছে পাকা বাড়ি। অবৈধ নির্মাণ, কাটমানি নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতেই সরকারি ড্রেনের ওপর পাকা বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ উঠছে বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। নন্দীগ্রাম ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ জানাচ্ছেন, সোনাচূড়া বাজারের ওই এলাকায় তৃণমূল যখন ক্ষমতায় ছিল সেই সময় মাছের বাজার তৈরি করে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন ক্ষমতায় বিজেপি ড্রেনের ওপরে জবরদস্তি করে ব্যক্তি মালিকানায় পাকা বাড়ি নির্মাণ করাচ্ছে । বিজেপি প্রধান কাটমানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নির্মাণ করাচেছন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সোণাচূড়া অঞ্চল প্রধান শিউলি রানি পাত্র দাস জানান, তৃণমূলের অভিযোগ মিথ্যে, তিনি কোনও কাটমানি নিয়ে কাউকে বসার অনুমতি দেননি। অপরদিকে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য অভিজিৎ মাইতির বক্তব্য,

"তৃণমূল অঞ্চলে ক্ষমতায় ছিল এবং অবৈধ নির্মাণের অনুমতি তৃণমূলই দিয়েছিল, বরং বিজেপি উদ্যোগ নিয়ে অবৈধ নির্মাণ বন্ধের দাবি জানিয়েছে প্রশাসনকে।"কিন্তু খবর হতেই বিডিও তৎপরতার সঙ্গে পদক্ষেপ করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৮ জুন এক ব্যক্তি নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। নন্দীগ্রামের সোনাচূড়া বাজারের পাশে যে সরকারি ড্রেন রয়েছে, সেই ড্রেনের ওপরে অবৈধ ভাবে পাকা নির্মাণ চলছে। অভিযোগ, বর্তমান প্রধান কাটমানি নিয়ে এই কাজে প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছেন অর্থের বিনিময়ে যার কারণে নিকাশি সমস্যা দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, অবৈধ ভাবে ড্রেনের ওপরে বাড়ি বানাচ্ছেন অনন্ত মণ্ডল ও বুলাশ্যাম মণ্ডল। তাঁরা নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ার বাসিন্দা। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন বণিক নোটিস জারি করেন। দুই অভিযুক্তকে কাজ বন্ধ করে ২ জুলাই ব্লক অফিসে আসার নির্দেশ দেন বিডিও। সোনাচূড়া বাজারে গিয়ে দেখা যায় আস্ত ড্রেনের ওপরেই চলছে পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজ।দুই অভিযুক্তের এক অভিযুক্ত

এরপর ৩ পাতায়

ডেবরায় বাজারে হুল দিবস উদযাপন

উপস্থিত প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তথা বিধায়ক হুমায়ূন কবির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা বাজারে ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের এস টি সেলের উদ্যোগে বিরসা মুন্ডা ও সিধু কানুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে হুল দিবস উদযাপন হোলো।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেবরার বিধায়ক ড: হুমায়ূন কবির,পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নারী শিশু কল্যান দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, কৃষি সেচ সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ আশীষ হুদাইত, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দপ্তরের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, মুন্ডা সমাজের নেতা শশাংক শেখর শিং সহ অনান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বিরসা মুন্ডা ও সিধু কানুর জীবন ও কর্মের প্রশংসা করেন এবং তাদের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান। এছাড়াও, মুন্ডা সমাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দাবিও তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঘরের ভিতর থেকে গৃহবধূর নলিকাটা দেহ উদ্ধার

বর্ধমান: নিউজ সারাদিন : ঘরের ভিতর থেকে গৃহবধূর নলিকাটা দেহ উদ্ধার। শনিবার গভীর রাতের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বর্ধমানের মেমারি এলাকায়। কে বা কারা, কী উদ্দেশে খুন করেছে, তা এখনই স্পষ্ট নয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেই খুন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। কাছেই বোন বুলবুল মজুমদারের দোকানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন। এর পর রাত ১০টা নাগাদ বোন তাঁর বাড়িতে আসেন। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর দরজা খোলেননি প্রতিমাদেবী। পাড়ার লোকজনকে ডেকে দরজা ভাঙা হয়। দেখা যায়, রক্তাক্ত অবস্থায় দেহটি ঘরে পড়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বুলবুল জানান, "জামাইবাবু সকালে রান্নার কাজে দিঘা গিয়েছেন। দিদি একাই বাড়িতে ছিল। ওর সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল না।" দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেই খুন। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম প্রতিমা চক্রবর্তী (৩৮)।মেমারির চকদিঘির বাসিন্দা। মেমারির সুলতানপুরের বাসিন্দা হৃদয় চক্রবর্তী তাঁর স্বামী। রাঁধুনির কাজ করেন। শনিবার সকালে সেই কাজে তিনি দিঘা গিয়েছেন বলে খবর। বাড়িতে একাই ছিলেন ওই মহিলা।

কেজরীবালের আপের দিকে আঙুল তুলল কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তারা ইন্ডিয়া জোটের শরিক। কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনে কোনও রাজ্যে আলাদা লড়েছে। কোনও রাজ্যে আবার হাতে হাত মিলিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। লোকসভা ভোটের ফল পর্যালোচনা করতে গিয়ে এবার আপের বিরুদ্ধে সরব হল কংগ্রেস। দিল্লিতে আপ ও কংগ্রেস আসন সমঝোতা করে প্রতিদ্বনিদ্বতা করেছিল।লোকসভা ভোটের আগে একাধিক বিরোধী দল মিলে ইন্ডিয়া জোট তৈরি করে। বিজেপি বিরোধিতায় একজোট হয় কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ, সমাজবাদী পার্টি, সিপিএম-সহ একাধিক দল। কিন্তু, বিভিন্ন রাজ্যে আসন বণ্টন নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে বাংলায় যেমন বাম, কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে আসন সমঝোতা হয়নি। তেমনি, পঞ্জাবে পৃথকভাবে লড়েছে কংগ্রেস ও অরবিন্দ কেজরীবালের আপ। আবার দিল্লিতে আসন সমঝোতা করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই দুই দল। দিল্লির সাতটি আসনের মধ্যে আপ লড়েছিল ৪টি আসনে। আর কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল তিনটি আসনে। ২০১৪ ও ২০১৯ সালে এই সাতটি আসনই জিতেছিল বিজেপি। এবার আসন সমঝোতা করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় গেরুয়া শিবিরকে টক্কর দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল কংগ্রেস ও আপ। কিন্তু, বাস্তবে তা হয়নি। আর তারপরই যেভাবে কংগ্রেস নেতারা আপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, তার প্রভাব জোটে পড়বে কি না, সেটাই এখন দেখার।

কিন্তু, দিল্লির সাতটি আসনের একটিও পায়নি এই দুই দল। সাতটি আসনই জিতেছে বিজেপি। দিল্লিতে সব আসনে হারের জন্য এবার অরবিন্দ কেজরীবালের আপের দিকে আঙুল তুলল কংগ্রেস। আপের আবগারি দুর্নীতি মামলার জেরে কংগ্রেস দিল্লিতে হেরেছে বলে তোপ দাগলেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক দত্ত।আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির একাধিক মন্ত্রী জেলে। স্বয়ং আপ সুপ্রিমো তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। আবগারি দুর্নীতি মামলা নিয়ে কংগ্রেস নেতা অভিষেক দত্ত বলেন, "আবগারি দুর্নীতি নিয়ে আমরা প্রথম সরব হয়েছিলাম। সেইসময় বলেছিলাম, সরকারের এই নিয়ে যথাযথ তদন্ত করা দরকার। তখন ইডি ও সিবিআই কোনও পদক্ষেপ করেনি। লোকসভা ভোটের একমাস আগে গ্রেফতার করা হয় কেজরীবালকে।" এরপরই তিনি বলেন, "আমার মনে হয় লোকসভা নির্বাচনে আপের সঙ্গে আসন সমঝোতা না করে লড়লে আমাদের আসন বাড়ত। আবগারি দুর্নীতির ফল ভুগতে হয়েছে কংগ্রেসকে।" এই প্রথম নয়। এর আগে দিল্লি কংগ্রেসের সভাপতি দেবেন্দর যাদবও আপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। বৃষ্টিতে দিল্লিতে জল জমা নিয়ে আপ সরকারকে নিশানা করেছিলেন তিনি।এবার দিল্লিতে খারাপ ফল নিয়ে কংগ্রেসের আক্রমণের জবাব দিতে দেরি করল না আপ-ও। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, "দেশের সংবিধান রক্ষায় লড়ছে বিরোধী দলগুলি। সেখানে বিরোধীদের নিজেদের মধ্যে বিভাজন ভাল নয়।"

পবিত্র অমরনাথ যাত্রার শুভারম্ভ উপলক্ষে

সকল তীর্থযাত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পবিত্র অমরনাথ যাত্রার শুভ সূচনা উপলক্ষে সকল তীর্থযাত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় তিনি বলেছেন:

"পবিত্র অমরনাথ যাত্রার শুভারম্ভ উপলক্ষে সকল তীর্থযাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভ কামনা। তুষার দেবতার দর্শন ও পূজার্চনা এবং যে সমস্ত শিবভক্ত এই যাত্রার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সকলের মধ্যেই নতুন উৎসাহ সঞ্চারিত হোক। তুষার লিঙ্গের কৃপায় সকল পুণ্যার্থীর কল্যাণ হোক, এই কামনা জানাই। জয় বাবা তুষারনাথ!"

শনিবার রাতে

বিশ্ব কাপ জেতার পর ভারতকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধান মন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি

বেবি চক্রবর্ত্তী: দিল্লি: নিউজ সারাদিন : শনিবার ছিলো বিশ্বকাপ টি২০ ফাইনাল ম্যাচ। ১৭ বছর পর টি২০ বিশ্বকাপে জয় পেয়েছে ভারত। তার পর থেকে শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসেছে রোহিত শর্মার দল। সেই আবহে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ দিয়ে বসল হুঁশিয়ারি। শুনিয়ে দিল 'সাজা'ও। ২০০৭ সালে শেষ বার টি২০ বিশ্বকাপে জিতেছিল ভারত। ২০১১ সালে আইসিসি এক দিনের বিশ্বকাপে জয়ী হয় মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দল। তার পর দীর্ঘ খরা। শনিবার রাতে আবার বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে টি২০ বিশ্বকাপ জিতল ভারত। তার পর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উত্তরপ্রদেশ পুলিশও জানিয়েছে। তবে নিজেদের মতো করে। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ পোস্ট দিয়ে লিখেছে, 'ব্রেকিং নিউজ: দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর হৃদয় ভাঙার জন্য দোষী সাব্যস্ত ভারতীয় বোলারেরা। সাজা: কোটি কোটি ভক্তের যাবজ্জীবন ভালবাসা।

কানাডার মাটিতে বসে

ভারতের মাটিতে অপরাধ চক্রের জাল বিছিয়েছে খালিস্তানি জঙ্গির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কানাডার মাটিতে বসে ভারতের মাটিতে অপরাধ চক্রের জাল বিছিয়েছে খালিস্তানি জঙ্গি লখবীর সিং লান্ডা। খুন, তোলাবাজি থেকে মাদক পাচার পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবাধে চলছিল অপরাধ। তদন্তে নেমে টানা ১৫ দিন অভিযান চালিয়ে লখবীর গ্যাংয়ের ৫ সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পাঞ্জাব পুলিশ।অন্যদিকে, পাক সীমান্তবর্তী পাঞ্জাবে বেআইনি মাদকের বাড়বাড়ন্তে উদ্বিগ্ন সেখানকার আপ সরকার। মাদকের কারবার রুখতে সেখানে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। এরই মাঝে সম্প্রতি অমৃতসরের নুরপুর গ্রামে মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪ জনকে। এদের মধ্যে দুজন সম্পর্কে

এরপর ৪ পাতায়

বর্তমান মানুষের রুচির অবনতি কেন ?

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : ইতিহাস হল সভ্যতার প্রারম্ভ দলিল। বর্তমান সংস্কৃতি মারামারি - লাঠালাঠি - ঝগরা - গলাবাজি। যুগ আধুনিক কিন্তু মানুষ প্রকৃত আধুনিক মনস্ক নয় তাহলে পর সমালোচনার চেয়ে দেশের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে থাকার চেষ্টা করত। রাজনৈতিক ভিন্ন দল- জাতি- ধর্ম। পর সমালোচনায় শুধু সময় অপচয়। "কোনো সার্বিক উন্নয়ন আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচনায় হয়েছে বলে আমার জানা নেই ".... মন্তব্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র।

মানুষ গুলো কেমন যেন সব বোকাবোকা। দেশ দ্বিখন্ডিত রাজনৈতিকগত ভাবে নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারিত। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা নিজস্ব সেনা মোতায়েন। তবু কেন অখন্ড ভারতের অলীক কল্পনায় বিরাজমান। সত্যি যদি অখন্ড ভারত আবার আমরা ফিরে পাই, তাহলে ভারত একটি সমৃদ্ধশালী সয়ং সম্পূর্ণ দেশ হবে। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যেখানে বর্তমান অতীতের সাথে জড়িত জাতীয়তাবাদ। পুরানো ইতিহাস সম্পদ ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান হল নিছক বিরক্তি বহু মানুষের। কারণ কর্ম - স্যোস্যাল মিডিয়া- নিউজ একটা বহনকারী চলমান জীবন। উন্নতি প্রগতির প্রতীক কি মানুষ জেনে ও আজ যেন উপেক্ষিত! আধুনিক মনস্ক এই গতিশীল জীবনের প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ কই ! প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বহু মানুষই শিক্ষিত। এই রুচির নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। প্রেম হল পবিত্র। আধুনিক প্রেম বট বৃক্ষের মত অজস্র ঝুড়ি না।বাথরুমে স্নান - প্রেমের কবিতা - প্রেমের মুভি, সমুদ্রে স্নান - বই থেকে বিরত। নিউজ পেপার থেকে পিছিয়ে। আধ্যাত্মিকতা যে নিয়মে মানুষকে বেঁধে রাখে তা নিয়মশৃঙ্খলে আমাদের পরিচালিত করে। এখন ও অনেক মানুষ আছে যারা বিজ্ঞান আধুনিক মনস্ক বিশ্বাস নিঃশ্বাস কে বিশ্বাস করতেই হবে। পাহাড় -পর্বত- নদী কিভাবে সৃষ্টি? অথবা ইলেকট্রন - প্রর্টোনে শক্তি কিভাবে এল ? কোন শক্তি কিভাবে কাজ করছে তাঁর ব্যাখা হয়ত অনেকেরই অজানা।ভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে ভিন্ন মতবাদ পাবে । ঈশ্বর বিদ্যমান। আমার সবাই সমালোচক কিন্তু সেই সমালোচনায় যোগ্য সমতুল্য কিনা জানিনা। অন্ধকারে আলো না থাকলে হোঁচট খেতে পারে। প্রত্যেকটা জীব একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীরা চাঁদে যেতে পারে, পর্বতে আরোহন করতে পারে কিন্তু নিয়ম কে বা প্রকৃতি কে কোন ও শক্তি দিয়ে পরাস্ত করতে পারে না।পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে বিজ্ঞান কি পারবে সূর্য কে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরাতে। না ! নিয়মের বাইরে আমরা কেউই নয়। ঈশ্বর বিদ্যমান। সদা - সর্বদা বিরাজমান। মানুষের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা --- দেবত্ব। প্রতিটি কাজে, চিন্তায় যখন সেই পূর্ণতা , সেই দেবত্ব যখন প্রকাশ পায় --- তখনই সেই কাজ, সেই চিন্তা হয়ে ওঠে 'ইতিবাচক'- এর পূর্ণরূপ। আজকের যুব সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে দূর ঠেলে অন্ধকারকে গ্রহণ করছে। হিন্দু - খ্রিষ্টান - মুসলমান - শিখ- বৌদ্ধ - জৈন্য। প্রত্যেকটি ধর্ম ইতিহাসের ওপর দাঁড়িয়ে। যুগ যুগ ধরে কত ঝড় - ঝাপটা উপেক্ষা করে নিজ পথে দাঁড়িয়ে। যেন একই নদীর ভিন্ন ঘাট।

আজকের জ্ঞানী-গুণি যুব সমাজ সয়ং ঈশ্বরকে ও সমালোচনা করতে ছাড়ে না। এরা জানে না সমালোচনার যোগ্য সমতুল্য কিনা! জীবন যেন এখন হাতের মুঠোয়। মোবাইলে সময় অতিবাহিত ঘন্টার পর ঘন্টা। "মোবাইলে খতিকারক রে" যা মানব শরীরে ক্যানসার চিকিৎসায় কাজে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ। প্রত্যেক ক্রিয়াই বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। একবার ভাবুন সেই রে অর্থাৎ মোবাইল চব্বিশ ঘণ্টাই হাতের কাছেই রাখছি। মোবাইলে রে এর প্রভাবে যেখানে গাছে ছোট চরুই পাখি দেখা যায় না। গাছের ডাবে ফলন পাওয়া যায় না। সেই ফলন সংখ্যা কম হলেও নারিকেল গাছের প্রথম ফলন ডাবের গায়ে কালো কালো দাগ থাকে। যখন প্রকৃতির তৈরি সবুজ রঙে দাগ আনতে পারে তাহলে মানব শরীরে কি প্রভাব ফেলতে পারে অসুখ- বিসুখের। এটা কোনো গল্প না সত্যি। তবে যাইহোক বর্তমান এই খুব সমাজ অবক্ষয়ের পথে সথিত সাংস্কৃতিক রুচি কিছু মানুষের অবনতির পথে। চাই মানুষের সম্পূর্ণ সচেতন - বই পড়া - পেপার পড়া - নিজ নিজ ধর্মের আধ্যাত্মিকতা পালন করা। এই আধ্যাত্মিক বোধে মানসিক শান্তি আনে জীবনকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখে। শিঙ্খলাহীন জীবন হয় বিনাশের কারণ। যেখানে সয়ং প্রকৃতি নিয়মের মধ্যে চলে। যদি দিন -রাত না হয়, অর্থাৎ যেদিন সূর্য উদয় না হয় আমাদের কি ভালো লাগে? না! নিয়ম - সব নিয়মের ব্যাখা হয় না। পাহাড় -পর্বত- ঝর্না - সমুদ্র কিভাবে সৃষ্টি হল ! বিজ্ঞান বলবে জলবায়ু ভেদে কিন্তু কে তৈরি করলো? প্রকৃতি কিভাবে সৃষ্টি হল ? কে সৃষ্টি করল এত সুন্দর প্রকৃতি? কেন তৈরি করলো? এই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন এই স্বদেশ আমাকে বন্ধু দিয়েছে, পরিবার দিয়েছে, কাজ দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, মাতৃভূমিতে জন্ম দিয়েছে! এই স্বদেশ কি আমাদের জননী নয়!

এই স্বদেশ অর্থাৎ দেশের উন্নতির কথা আমাদের ভাবা দরকার। স্বার্থপরতাই হল মৃত্যু সমতুল্য। মানবিকতা হীন বিবেক বর্জিত সমাজ সম্পত্তি - ধন - দৌলত কি মৃত্যুর পর সাথে নিয়ে যেতে পারবে ?..... না! তোমার কাজ থাকবে ভালোবাসার - বিবেক - স্মৃতি টুকু পড়ে থাকবে। সবাই এখানে নিজেদেরকে বোদ্ধা মনে করে কিন্তু সবাই এখানে আমারা জীবন যোদ্ধা।গরিবেরা করে প্রতি নিয়ত যুদ্ধ বেঁচে থাকার লড়াই - মধ্যবিত্তরা করে একে অপরের সমালোচনায়, দিন পার করে আর পুঁজিবাদী মানুষ শাসক সম্প্রদায় ধনী থেকে দিনে দিনে ধনশালী হয়। এরা কাউকেই তোয়াক্কা করে না! না সমালোচক - না সমালোচনা। বিচার - বুদ্ধি - বিবেচনা দ্বারা চিন্তা শক্তি সুদীর্ণ কর! বর্তমান সমাজে যেন মানুষের রুচির অবনতি।

স্কুল যাওয়ার পথে নিখোঁজ হওয়া পাঁচ ছাত্রীর খোঁজ মিলল অবশেষে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্কুল যাওয়ার পথে নিখোঁজ হওয়া পাঁচ ছাত্রীর খোঁজ মিলল অবশেষে। আট ঘন্টার মধ্যে বড়সড় সাফল্য হুগলি গ্রামীণ পুলিশের। উদ্ধার নিখোঁজ ছাত্রী। ঘটনায় গ্রেফতার তিন। তাঁদেরকে র্ধমানের বেলখাস থেকে উদ্ধার করে মগড়া থানার পুলিশ।এ প্রসঙ্গে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র বলেন, "এই ঘটনার এফআইআর পেতেই তদন্তের জন্য একটি টিম গঠন করা হয়। তারপর আট ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রীদের বর্ধমান থানার বেলখাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বেলখাসের বাসিন্দা কার্তিক মাঝির বাড়ি থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। ওদের সঙ্গে আরও দু'জন জড়িত। তাদের মধ্যে একজন আবার নাবালক। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের দুজনের বাড়ি মগড়া থানা এলাকায়। আর একজনের বাড়ি বর্ধমানের বেলখাস এলাকায়। কেন কার্তিকের বাড়ি গিয়েছিল ওই ছাত্রীরা তার তদন্ত চলছে।"জানা গিয়েছে, ওই সকল পড়ুয়ারা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়।কিন্তু বিকেল পেরিয়ে গিয়ে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খুঁজতে শুরু করে তাদের। মগরা থানায় দায়ের হয় অভিযোগ। আজ ভোররাতে বর্ধমান থেকে পাঁচ স্কুল পড়ুয়াকে উদ্ধার করে পুলিশ। নিয়ে আসা হয় মগরা থানায়।

ভারতের প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি

শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মজীবনের ওপর তিনটি বই প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর ৭৫তম জন্মদিবসের প্রাক্কালে তাঁর জীবন তথা কর্মজীবনের ওপর আগামীকাল অর্থাৎ, ৩০ জুন দুপুর ১২টায় তিনটি গ্রন্থ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। হায়দরাবাদের গাছিবাউলির অনভায়া কনভেনশন সেন্টারে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে ভিডিও কনফারেন্সের এক মঞ্চে।

যে তিনটি বই প্রধানমন্ত্রী এদিন প্রকাশ করবেন তার মধ্যে একটি হল 'ভেঙ্কাইয়া নাইডু - লাইফ ইন সার্ভিস' নামে শ্রী এস নাগেশ কুমারের লেখা একটি বই। শ্রী নাগেশ কুমার হলেন হিন্দু সংবাদপত্রের হায়দরাবাদ এডিশনের আবাসিক সম্পাদক।

অন্যদিকে, উপ-রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন সচিব ডঃ আই ভি সুব্বারাও সংকলিত আলোকচিত্রের একটি সংকলন গ্রন্থ এদিন প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সংকলন গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সেলিব্রেটিং ভারত: দ্য মিশন অ্যান্ড মেসেজ অফ শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু অ্যাজ থার্টিন্থ ভাইস-প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া'। এই সংকলন গ্রন্থটিতে ভেঙ্কাইয়া নাইডুর জীবন ও কর্মজীবনকে আলোকচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শ্রী সঞ্জয় কিশোরের লেখা বইটির নাম হল 'মহানেতা- লাইফ অ্যান্ড জার্নি অফ শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু'। তেলেগু ভাষায় রচিত শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর এই সচিত্র জীবনীটি এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

১-ম পাতার পর

স্থলসেনা প্রধান জেনারেল হলেন উপেন্দ্র দ্বিবেদী

বায়ুসেনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এগোতে হবে। পূর্বতন সেনাপ্রধান মনোজ পাণ্ডের মেয়াদ ছিল ৩১ মে পর্যন্ত। কিন্তু এক মাস তাঁর কাজের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ৩০ জুন পর্যন্ত তাঁকে এই দায়িত্বে থাকতে বলা হয়। যার অর্থ, লোকসভা নির্বাচনের পরে নতুন সরকার নতুন সেনাপ্রধানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন সেনাপ্রধান হওয়ার দৌড়ে উপেন্দ্রের পাশাপাশি ছিলেন সাদার্ন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল অজয় কুমার সিংহও। তিনি ১৯৮৪ সালে ৭/১১ গোর্খা রাইফেলসে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পেলেন উপেন্দ্রই।

১-ম পাতার পর

বাংলাতে ভোল বদল করেছে মহিলা কমিশনার

চালাতো তাঁরা। অথচ এখন সেই কমিশনের সুরই গিয়েছে বদলে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার রুইডাঙা এলাকায় বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্যাকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনায় সেই কমিশন জানাচ্ছে, 'এখনই কোনও মূল্যায়নে যাচ্ছি না।'মাথাভাঙার রুইডাঙা এলাকায় বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্যাকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনা নিয়ে চাপানউতর অব্যাহত। গতকাল অর্থাৎ শনিবার নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী তথা বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। আর এদিন অর্থাৎ রবিবার তাঁর বাড়িতে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের এক সদস্যা। তিনি ওই মহিলার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ ক্ষণ কথা বলার পরে সার্কিট হাউসে ফিরে যান। জাতীয় মহিলা কমিশনের সেই সদস্যা বেলিনা কংবুপের দাবি, 'এই ঘটনায় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে পারিবারিক গন্ডগোলের অভিযোগ। আমরা রাজনৈতিক কারণ দেখতে যাব না। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল, উনি এক জন মহিলা। তাঁর সম্মানহানির অভিযোগ উঠেছে। এখনই কোনও মূল্যায়নে যাচ্ছি না। নির্যাতিতার সঙ্গে আমাকে আরও কথা বলতে হবে। তাঁর পরিবারের সবাই বাংলায় কথা বলেন। আমি যতটুকু বুঝেছি, ওরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পুলিশকে আমি সেটা জানিয়েছি। ওদের সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।' বেশ লক্ষ্যণীয় এই বার্তায় কিন্তু কোথাও তৃণমূল বিরোধিতা নেই। মমতা বিরোধিতা নেই। রাজ্য সরকারের প্রতি বিদ্বেষ নেই। এমনকি নেই কোনও রাজনৈতিক বার্তাও।

২ পাতার পর

ড্রেনের ওপর স্লাব পেতে ঢালাই করে তৈরি হচ্ছে পাকা বাড়ি

অনন্ত মণ্ডলের দেখা পাওয়া যায়নি। অপর এক অভিযুক্ত বুলাশ্যাম মণ্ডল নিজেকেই চিনতে পারলেন না। ক্যামেরা দেখে তিনি বললেন তাঁর নাম বুলারাম মাইতি। অবৈধ নির্মাণ তিনি করাচ্ছেন না । তিনি ব্লক থেকে কোন নোটিস পাননি। তাঁর বক্তব্য, "আমাকে এসব কথা বলবেন না। আমি এসবের কিছুই জানি না।"

প্রসঙ্গত, বাজারেই তাঁর একটি দোকান রয়েছে। বাজারের অন্যান্য দোকানদাররা তাঁকে বুলাশ্যাম মণ্ডল বলেই চিহ্নিত করেছে। স্থানীয় দোকানদারদের দাবি অঞ্চলটি বিজেপির দখলে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির বুলাশ্যাম মণ্ডল বিজেপি সমর্থক হওয়ায় তাঁকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছেন অঞ্চল প্রধান। অবৈধ নির্মাণে মদত দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে হেরিটেজ নবদ্বীপকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে

শহরের রাস্তায় পৌরপতি সহ কাউন্সিলাররা

নবদ্বীপ,নদীয়া : নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক করে সমস্ত জেলার বিভিন্ন পৌরসভাকে নির্দেশ করেছেন শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হকার এবং যানজট মুক্ত রাখতে হবে। সেই নির্দেশ অনুসারে নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতির নেতৃত্বে নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক ও উচ্চ পদস্থ পুলিশ অধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে রবিবার সকালে নবদ্বীপ শহরের ব্যস্ততম রাস্তা নবদ্বীপ রাধাবাজার মোড় থেকে পোড়ামাতলা মোড় হয়ে ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দির মহাপ্রভু পাড়া পর্যন্ত রাস্তার দুধারে স্থায়ী দোকান ও রাস্তার পাশে থাকা অস্থায়ী দোকানদারদের তাঁদের নিজের নিজের জায়গার মধ্যে দোকান সীমাবদ্ধ রাখার আবেদন জানিয়ে রাস্তায় নামলেন পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহার নেতৃত্বে পৌরসভার সকল কাউন্সিলার।

সেইসঙ্গে আগামী সাতদিনের মধ্যে যদি তারা নিজেরা এই কাজ না করেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং পৌরসভার পক্ষ থেকে তা সরিয়ে দেওয়া হবে বলে।এবিষয়ে পৌরপতি বলেন শহর বাসী সহ বাহিরাগত যাত্রী বিভিন্ন সময় নাগরিকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করেন যে তারা রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক মতো যাতায়াত করতে পারে না, অনেক সময় অসুস্থ রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স কে যানযটের সমুক্ষিণহতে হয় । এছাড়া রাজের মুখমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন শহর গুলিকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার উপর জোর দিয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে যেসমস্ত অবৈধ দোকান ও পাকা কাঠামো রয়েছে তা সরিয়ে ফেলতে হবে।

সেইমতো বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনিক ভাবে হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। তাই আমাদের গর্বের শহর মন্দির নগরী নবদ্বীপ ধামকেও পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে নবদ্বীপ পৌরসভা সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

আমাদের পত্রিকার তরফ থেকে নবদ্বীপ পৌরপতির কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে নবদ্বীপ শহরে ঢোকার ব্যস্ততম রাস্তা বিষ্ণুপ্রিয়া হল স্টেশন থেকে পোড়ামা তলা পর্যন্ত প্রচন্ড রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। মালঞ্চ পাড়ার মোড়ে ট্রাফিক দেওয়া হয়েছে বুড়ো শিব তলায় এবং যানজট মুক্ত করার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া হল্টের রেলগেটের প্রতি নজর রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। ট্রেন ঢুকলে একটি মানুষকে স্বাভাবিক হতে প্রায় দশ মিনিট সময় লেগে যায়, স্কুলছাত্র, অসুস্থ রোগীর অ্যাম্বুলেন্স, টোটো রাস্তার দুদিকে দাঁড়িয়ে থাকা, বাস,লরি,আটকে যাওয়ার ফলে সময় অপচয় হয়। জরুরী ভিত্তিক এই জায়গার প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন পুলিশ প্রশাসন, পৌর প্রশাসন এবং রেল প্রশাসনকে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৭৮ সংখ্যা ০১ জুলাই, ২০২৪ সোমবার ১৬ আষাঢ়, ১৪৩১

৩ পাতার পর

কানাডার মাটিতে বসে ভারতের মাটিতে অপরাধ চক্রের জাল বিছিয়েছে খালিস্তানি জঙ্গির

পিতা ও পুত্র। বাকি দুজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মাদক বিক্রি করার সময় হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। পাশাপাশি তাদের কাছে থেকে মাদক পাচারের নগদ ৩০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে মাদকের পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ৪ বিদেশি বন্দুক। রবিবার পাঞ্জাব পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, "খালিস্তানি জঙ্গি লখবীর গ্যাংয়ের সদস্যদের খোঁজে গত ১৫ দিন ধরে অভিযান চালাচ্ছিল জলন্ধর পুলিশ কমিশনারেট। পাকিস্তান থেকে অস্ত্রের পাশাপাশি মাদক পাচার, তোলাবাজি, খুনের মতো একাধিক অপরাধে যুক্ত ছিল অভিযুক্তরা। পাঞ্জাবের একাধিক জেলায় অপরাধ চক্র চালাচ্ছিল এই লখবীর গ্যাং। তদন্তে নেমে ৫ জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪ বিদেশি পিস্তল।"উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরে কানাডা নিবাসী খালিস্তানি নেতা লখবীর লান্ডাকে জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ৩৩ বছর বয়সি লখবীর খালিস্তানি সংগঠন বাবর খালসা ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। ২০২১ সালে মোহালিতে পাঞ্জাব পুলিশের সদর দপ্তরে রকেট হামলা চালানোর ছক কষেছিল এই লখবীর। শুধু তাই নয়, ২০২২ সালে পাঞ্জাবের সারহালি থানায় হামলার ঘটনায় উঠে এসেছিল এই খালিস্তানি জঙ্গির নাম। তদন্তকারীদের দাবি, একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত লখবীর গ্রেপ্তারি এড়াতে ভারত ছেড়ে কানাডা চলে যায়। বর্তমানে সেখানে বসেই ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি পাঞ্জাবের মাটিতে অপরাধের জাল বিছাতে শুরু করেছিল সে।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে নগর স্বচ্ছতা পরিকাঠামো উন্নয়নে এসবিএম-ইউ-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৬০.৩৫ কোটি টাকা অনুমোদন

এসবিএম-ইউ-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৮৬০.৩৫ কোটি টাকার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক। এসবিএম-ইউ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে (২০১৪-১৯) পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৯১১.৩৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০২১-২৬) তা দেড় গুণ বাড়িয়ে করা হয় ১৪৪৯.৩০ কোটি টাকা। বর্জ্য ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে এই মন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গে এখন ১১৮টি বর্জ্য ফেলার জায়গা রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান জায়গাটি হ'ল, কলকাতা পুরসভার অধীন ধাপা। এটি ১৯৮৭ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন পুরসভাগুলিতে প্রতিদিন জমা হওয়া কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ৪০৪৬ টন। এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে কাজে লাগানোর জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে রয়েছে - কম্পোস্ড বায়োগ্যাস প্রকল্পও। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হ'ল - ২০২৬ সালের মধ্যে প্ল্যান্ট তৈরি করে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া গড়ে তোলা।

আমরাই জিততে চলেছি: বাইডেন

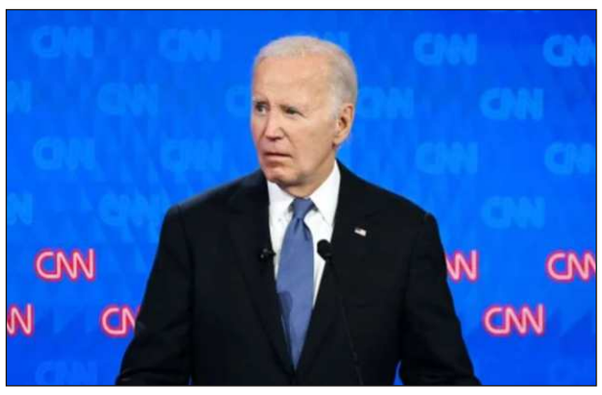

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হোয়াইট হাউসের রেসে থাকার সার্বিক ইচ্ছা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে একটি বিতর্কে বিপর্যয়কর পারফরম্যান্স সত্ত্বেও তিনি তার এমন ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। ট্রাম্পের সামনে তাঁর এই বিপর্যয়ের কারণে অনেক ডেমোক্রেটিক সমর্থকের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে বাইডেন নিজে এখনো যথেষ্ট আশাবাদী। শনিবার একটি তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে আগামী নভেম্বরে নিজের জয়ের ব্যাপারে বড় অর্থদাতাদের আশ্বস্ত করেছেন বাইডেন।

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সিতে ওই তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অনুষ্ঠানে জিল দৃঢ়ভাবে ৮১ বছর বয়সী স্বামীর পক্ষে কথা বলেছেন। এদিন এক সমাবেশে জিল বলেন, 'জো এই কাজের জন্য শুধু সঠিক ব্যক্তিই নন...তিনি এ দায়িত্বের জন্য একমাত্র ব্যক্তি।'

গত বৃহস্পতিবার রাতে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় সিএনএনের স্টুডিওতে ট্রাম্প ও বাইডেনের মধ্যে ওই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবারের বিতর্কে বাইডেন বার বার কথার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। ট্রাম্পের সামনে তাঁর কথা আটকেও যাচ্ছিল। ওই বিতর্কের পর থেকে বাইডেনের বয়স এবং তাঁর মানসিক সক্ষমতা নিয়ে থাকা সংশয় ও গুঞ্জন আরও জোরালো হয়েছে।

সেদিন নর্থ ক্যারোলিনায় বাইডেন নিজেও জ্বালাময়ী এক বক্তৃতায় বলেন, 'আমি আগের মতো সহজে হাঁটতে পারছি না। আমি আগের মত সাবলীলভাবে কথা বলতে পারছি না। আমি আগের মত বিতর্কেও ভালো করতে পারছি না। কিন্তু আমি জানি কীভাবে সত্য বলতে হয়। আমি জানি কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।' পড়ে গেলও পুনরায় উঠে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

শুধু রথযাত্রা এখানে থেমে থাকেনি! স্কন্দপুরাণে সরাসরিভাবে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা পাওয়া যায়। সেখানে 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য' কথাটি উল্লেখ করে মহর্ষি জৈমিনি রথের আকার, সাজসজ্জা, পরিমাপ ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্র' বা 'শ্রীক্ষেত্র' বলতে আসলে পুরীকেই বোঝায়। পুরীতেই যেহেতু জগন্নাথ দেবের মন্দির স্থাপিত, তাই এই মন্দিরকে পবিত্রতম স্থান বলে মনে করা হয় এবং এর অন্যতম আকর্ষণ রথযাত্রা। প্রতি বছর রথযাত্রার উদ্বোধন করেন সেখানকার রাজা। রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরা ক্রমে পুরীর রাজপরিবার আজও আছে। সেই রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে, যিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, তিনিই পুরীর রাজা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর পর পর তিনটি রথের সামনে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং সোনার ঝাড়ু ও সুগন্ধী জল দিয়ে রথের সম্মুখভাগ ঝাঁট দেন। তারপরই পুরীর রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। তিনজনের জন্য আলাদা আলাদা তিনটি রথ। রথযাত্রা উৎসবের মূল দর্শনীয় দিকটিও হল এই রথ তিনটি। তিনটি রথ যাত্রার কিছু নিয়ম রয়েছে এবং রথের আকার,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

উত্তর কোরিয়ার নতুন অস্ত্র তৈরির দাবি কতটা সত্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি সপ্তাহে উত্তর কোরিয়ার একটি অস্ত্র পরীক্ষা দুই কোরিয়ার মধ্যে নতুন করে বিবাদের জন্ম দিয়েছে। পিয়ংইয়ং বলেছে যে তারা একটি সর্বাধুনিক একাধিক ওয়ারহেড বা সূচালো মাথাসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে এবং সিউল তাদের এই দাবি মিথ্যা বলে অভিযোগ করেছে।

এর কয়েক ঘণ্টা পরে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় মিডিয়া তাদের এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা 'সফল' হয়েছে বলে ব্যাপক গুণগান গাইতে থাকে। বৃহস্পতিবার প্রমাণ হিসেবে এ সংক্রান্ত কিছু ছবিও প্রকাশ করে।

পিয়ংইয়ংয়ের এই দাবিকে 'প্রতারণা এবং অতিরঞ্জন' বলে অভিহিত করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। উত্তর কোরিয়া যে আসলে ব্যর্থ হয়েছে তা ইঙ্গিত করে তারা তাদের নিজস্ব প্রমাণ প্রকাশ করেছে।

এদিকে, বিশ্লেষকরাও উত্তর কোরিয়ার দাবির সত্যতা সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকার কথা জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়া যে অস্ত্র কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে তারা অস্ত্র কতটা উন্নত করে তুলছে, নানা জটিলতার কারণে সেটা যাচাই করা সহজ নয়।

উত্তর কোরিয়ার সর্বশেষ দাবি সত্য হলে, এটাই প্রমাণিত হবে যে তারা ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। একাধিক ওয়ারহেড ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ করা কঠিন এবং এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধে যে প্রযুক্তি দরকার সেটা অর্জন করা বেশ চ্যালেঞ্জিং।

বর্তমানে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র-যারা ১৯৬০-এর দশকে এ ধরনের প্রযুক্তি তৈরি করেছে। সেইসাথে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীনেরও এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধের সক্ষমতা রয়েছে বলে জানা গেছে।

পিয়ংইয়ং এখন ঘোষণা করছে যে, তারাও এমন সক্ষমতা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

উত্তর কোরিয়া শেষ পর্যন্ত এমআইআরভি সক্ষমতা অর্জন করতে পারে কিছু সময়ের জন্য, এমন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

এমআইআরভি হল আলাদাভাবে একাধিক লক্ষ্যে নিক্ষেপ করা যায় এমন পুনঃপ্রবেশকারী যান। এটি এমন এক প্রযুক্তি যেখানে একটি ক্ষেপণাস্ত্রের সাথে বেশ কয়েকটি ওয়ারহেড যুক্ত থাকে যা উৎক্ষেপণের পরে আলাদা হয়ে যায়।

এরপর ওয়ারহেডগুলো তাদের নিজস্ব রকেট দ্বারা চালিত হয়ে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। এই ওয়ারহেডগুলো বিভিন্ন গতিতে, একাধিক দিকে ছিটকে যায় এবং একে অপরের থেকে কয়েকশ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে এগুলো আঘাত করতে সক্ষম। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে অস্ত্রটিকে বিশেষভাবে কার্যকর বলে বিবেচনা করা হয়।

বৃহস্পতিবার পিয়ংইয়ং বলেছে যে তারা 'সফলভাবে প্রতিটি মোবাইল ওয়ারহেডের আলাদা হওয়া এবং দিক নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষা' করেছে। একটি মধ্যম পাল্লার কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রে যে প্রথম পর্যায়ের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় এই অস্ত্রে সেটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেইসাথে এতে তিনটি ওয়ারহেড এবং একটি ডিকয় স্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ওয়ারহেডগুলো কতো দূর পর্যন্ত উড়েছে সেটা পরিমাপ করতে ক্ষেপণাস্ত্রটি ১৭০ থেকে ২০০ কিলোমিটার (১০৫ থেকে ১২৪ মাইল) অর্থাৎ 'সংক্ষিপ্ত পরিসরে' নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে, রাষ্ট্রীয় মিডিয়া জানিয়েছে।

উত্তর কোরিয়া দাবি করেছে, প্রতিটি ওয়ারহেড তাদের লক্ষ্যবস্তুতে 'সঠিকভাবে' আঘাত হেনেছে। অন্যদিকে এই অস্ত্রে যে ডিকয় স্থাপন করা হয়েছে সেটাও অ্যান্টি-এয়ার রাডার সফলভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে।

এই পরীক্ষাটি উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে 'বেশ তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করা হয়।

এর মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া 'এমআইআরভি সক্ষমতা' অর্জন করতে পেরেছে যা তাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল বলে ধারণা করা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী অবশ্য এই দাবিগুলোকে খণ্ডন করে বলেছে যে 'ফ্লাইটটি স্বাভাবিক ছিল না' এবং অস্ত্রটি উড়ন্ত থাকার মাঝখানেই বিস্ফোরিত হয়েছে। তারা এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে এই অস্ত্র পরীক্ষার কিছু ছবি পাওয়া যায়।

তাদের দাবি ভিডিওর শুরুর দিকে এমন একটি ফ্লাইট দেখা গেছে যা কিছুটা অস্থিতিশীল ছিল এবং পরে সেটা মধ্য আকাশেই বিস্ফোরিত হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক কর্মকর্তারা বলেছেন যে তারা প্রচুর পরিমাণে ধ্বংসাবশেষ সনাক্ত করেছেন।

একটি সফল পরীক্ষা চালানোর পর যে পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ পাওয়ার কথা তার চাইতেও বেশি পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ পাওয়ার কথা জানিয়েছে তারা।

তারা আরও বলেছেন যে, উত্তর কোরিয়ার ছবিগুলোয় ক্ষেপণাস্ত্র থেকে ওয়ারহেড এবং ডিকয় আলাদা হচ্ছে এমন ছবি দেখানো হয়েছে। আসলে সেগুলো মার্চ মাসে চালানো একটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ছবি বলে দাবি দক্ষিণ কোরিয়ার।

দক্ষিণ কোরিয়ার বার্তা সংস্থা ইয়োনহাপ বিশ্লেষকদের বরাতে জানিয়েছে পরীক্ষাটি যে রেঞ্জে বা পরিসরে চালানো হয়েছে, সেটি সাধারণত আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় দেখা যায়।

তাদের ধারণা ক্ষেপণাস্ত্রটির দিক নির্দেশনার অভাব রয়েছে এবং এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়ও সমস্যা থাকতে পারে। অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে পরীক্ষার কিছু অংশ সফল হয়েছে-যদিও অনেক কিছু এখনও জানা যায়নি।

আসান ইন্সটিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজের গবেষক ইয়াং উক বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন ওয়ারহেডগুলো আকাশে উড়েছে এবং সেগুলো আলাদা হওয়ার কাজ ঠিকঠাক মতো হয়েছে।

তবে তিনি বলেন,'ওয়ারহেডগুলো তাদের লক্ষ্যে পৌঁছেছে কিনা উত্তর কোরিয়া এ সংক্রান্ত প্রমাণ প্রকাশ করেনি-তাই আমরা বলতে পারি না যে তারা এখানে সফল হয়েছে'।

জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি সর্বোচ্চ ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় উড়েছে। এর অর্থ হল এটি বাইরের মহাকাশে প্রবেশ করেনি বরং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরেই অবস্থান করেছে।

ড. ইয়াং বলেন, এর মানে হল 'ওয়ারহেডগুলো উচ্চতাপ ও চাপ সহনীয় কিনা সেটা পরীক্ষা করা হয়নি।'

সীমান্তে বসবাসকারী দক্ষিণ কোরীয়রা এই অস্ত্র পরীক্ষাটি দেখেছেন এবং এক বেসামরিক পর্যবেক্ষক এই অস্ত্র পরীক্ষার একটি ভিডিও ধারণ করেছেন যা পরে দক্ষিণ কোরিয়ার মিডিয়া প্রকাশ করে।

ওই ভিডিওতে আকাশে একটি দৃশ্যমান কনট্রেইল অর্থাৎ ওই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পর যেদিক বরাবর যায় সেদিকে একটি সাদা রেখা রেখে যায়, সেই রেখা দেখা গিয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র বিশেষজ্ঞ এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সাবেক কর্মকর্তা ভ্যান ভ্যান ডিয়েপেন বলেছেন, 'ভিডিওটি দেখে মনে হচ্ছে না সেখানে বড় কোন বিস্ফোরণ হয়েছে বা ক্ষেপণাস্ত্রটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয়করভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি'।

উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় মিডিয়া যে ছবিগুলো প্রকাশ করেছে সেখানে কনট্রেইল বা সাদা লাইনগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেখা গেছে।

'তবে এসব দেখে এটা বলা যাবে না এতে কোনো সূক্ষ্ম ব্যর্থতা ছিল না,' তিনি আরও বলেন, ওয়ারহেডগুলো ছাড়ার পর সেগুলো সফলভাবে নিজেদের মতো উড়েছে কিনা এর কোনো স্বাধীন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পরীক্ষা সফল হয়েছে কিনা এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য যাই হোক না কেন, এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট তা হল উত্তর কোরিয়া হয়তো কিছুটা সাফল্য অর্জন করে থাকতে পারে।

পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন যে, পিয়ংইয়ং এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ থেকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত তথ্য পাবে, এভাবে তারা তাদের এমআইআরভি সক্ষমতা অর্জনে নিজেদের এক ধাপ এগিয়ে রাখবে।

উত্তর কোরিয়া সরকার ২০২১ সালে প্রকাশ্যে এই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।

এমআইআরভি ক্ষেপণাস্ত্রের 'উৎপাদনশীলতা' বিবেচনা করে একে পুরস্কৃত করা হবে বলে ভ্যান ডিয়েপেন জানিয়েছেন।

বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে শত্রুপক্ষ প্রথম আঘাত হানার পর উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র অস্ত্রাগার ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে।

এই সপ্তাহের পরীক্ষা সফল হলেও, এই ধরনের অস্ত্রের বিকাশ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে না বলে তিনি মনে করেন।

তবে তিনি ধারণা করেন, উত্তর কোরিয়া সেই লক্ষ্য অর্জন থেকে 'অন্তত কয়েক বছর দূরে' রয়েছে।

এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এমন সময়ে চালানো হয়েছে যার কয়েক দিন পরেই উত্তর কোরিয়ার পূর্ব নির্ধারিত পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ওই বৈঠকে উত্তর কোরিয়ার কর্মকর্তারা বছরের প্রথম ছয় মাসে তারা কেমন কাজ করেছেন তা পর্যালোচনা করতে জড়ো হয়ে থাকেন।

তাই এমন বৈঠকের ঠিক আগ মুহূর্তে এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা কাকতালীয় নাও হতে পারে।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তর কোরিয়ার সামরিক বাহিনী তাদের সাফল্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে জেনে বুঝে বৈঠকের আগেই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে থাকতে পারে।

তবে এই অস্ত্র পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া ক্রমাগত প্রতিরোধ করে যাওয়ার একটি বার্তা দিতে পারে। সেইসাথে শত্রুদের কাছে দেশটির ক্ষমতার একটি সংকেতও পাঠাতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার সর্বশেষ এই অস্ত্র পরীক্ষার প্রতিক্রিয়ায় ওয়াশিংটন সামান্য কিছু বলেছে। তারা এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে একটি সংক্ষিপ্ত যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কাজেই এই ধরণের অনুভূতির অভিজ্ঞতা কাউকে অন্য কোনোভাবে প্রদান করা সম্ভব কিনা তাও বলা যায় না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায় নিউরোসাইকোলজির মাধ্যমে। এই রকম চিন্তা মাথায় আসে মস্তিস্কের কজাল অপারেটরের (causal operator) মাধ্যমে। এই কজাল অপারেটর যখন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করতে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষের মন পরিবেশকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার কল্পনাশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন অবাস্তব ধারণাকে নিয়ে আসে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

সোনাক্ষীর বিয়ে নিয়ে বিক্ষোভের মুখে যা বললেন শত্রুঘ্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক বছরে বারবার অভিযোগ উঠেছে, ভারতজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সংখ্যা। 'লাভ জিহাদ' নাম দিয়ে ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়ার চেষ্টাও চলছে বলে অভিযোগ। সেই আঁচ এই মুহূর্তে গিয়ে পড়ছে পাটনার সিনহা পরিবারে। অভিনেতা ও সংসদ সদস্য শত্রুঘ্ন সিনহার মেয়ে অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা সম্প্রতি বিয়ে করেছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাহির ইকবালকে। বিয়ের ঘোষণা হওয়ার পরই নানা দিক থেকে সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে অভিনেত্রী ও তার পরিবারকে। বিয়ের পর পাটনায় একটি গোষ্ঠী 'লাভ জিহাদ'-এর ধুয়ো তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তারপরেই আসরে নামেন শত্রুঘ্ন। তার সাফ জবাব, "আমার মেয়ে যা করেছে দেশের সংবিধান মেনে করেছে। নিজেদের কাজে মন দিন।"

গত ২৩ জুন সোনাক্ষী সিনহার বাবা শত্রুঘ্ন সিনহা ও মা পুনম সিনহা দাঁড়িয়ে থেকে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তাদের এই খুশির মুহূর্তে শামিল হয়েছেন বলিউডের অনেকেই। যারা উপস্থিত হতে পারেননি, তারা শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। তবে শোনা যাচ্ছে, অভিনেত্রীর দুই ভাই লাভ ও কুশ সিনহা নাকি অখুশি বোনের বিয়ে নিয়ে।

সোনাক্ষীর বিয়ে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে পাটনার হিন্দু শিব ভবানী সেনা। রীতিমতো বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে পাটনা শহরে। 'লাভ জিহাদ'-বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অভিনেত্রীর বিয়েকে। সোনাক্ষীর বিয়ে নিয়ে নেটপাড়ার একাংশও ক্ষুব্ধ। নিজেদের বিয়ের ছবি দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী, তাতে নিন্দুকদের কটাক্ষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ চলছিল। তারপরই বিয়ের পোস্টের মন্তব্য বিভাগ বন্ধ করে রেখেছেন সোনাক্ষী-জাহির।

এ বিয়েতে বাবার মত রয়েছে কি না, তা বারবার জানতে চেয়েছে সংবাদমাধ্যম। মেয়ে যে তার 'নয়নের মণি' এ কথা বিভিন্ন সময়ে জানিয়েছেন শত্রুঘ্ন। মেয়ের নিজের ইচ্ছে মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এবার নিজের শহর পাটনায় মেয়ে সোনাক্ষীকে নিয়ে সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেন অভিনেতা। তিনি বলেন, "আমার মেয়ে কোনও ভুল কাজ করেনি। যা করেছে সংবিধান মেনেই করছে। যারা এসব করছেন, তাদের নিজের জীবন বলে কিছু নেই। আসল কোনও কাজ করুন জীবনে তারা। এর বেশি কিছু বলব না।"

যদিও সিনহা পরিবারের অন্দরে নাকি চলছে চাপানউতর। বোনের বিয়েতে দুই ভাইয়ের অনুপস্থিতি চোখে পড়েছে অনেকেরই। এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রীর ভাই লাভ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'দু'টি দিন সময় দিন আমাদের। তারপরই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব। আমি কিছু বলার মতো পরিস্থিতিতে পৌঁছে তবেই তো উত্তর দিব। প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ।"

এই মন্তব্যের পর থেকেই জল্পনা, তবে কি বোনের বিয়েতে ইচ্ছাকৃতই থাকেননি লাভ-কুশ! তবে কি পারিবারিক কলহ চরমে উঠেছে সিনহা পরিবারে?

সংসার বাঁচাতে ঘর ছাড়ছেন অভিষেক বচ্চন!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন এক ছাদের নিচে আছেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। এ দম্পতির একমাত্র কন্যাসন্তান আরাধ্যও এখন বেশ বড়। তবে বছরের বেশি হয়ে গেল গুঞ্জন পিছু নিয়েছে তাদের। ভাঙনের মুখে তাদের ঘর। বলিউডের সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি। এবার শোনা গেল সংসার বাঁচাতে মেয়ে ও ঐশ্বরিয়াকে নিয়ে বাড়ি ছাড়ছেন অভিষেক বচ্চন।

সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, অশান্তির জেরে নাকি স্ত্রী ঐশ্বরিয়া ও মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিষেক। নিজের দাম্পত্যকে বাঁচাতে জলসা ছেড়ে নাকি অনত্র ওঠার প্ল্যান জুনিয়ার বচ্চনের।

সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বোরিভালি এলাকায় ১৫.৪২ কোটি টাকায় ছ'টি ফ্ল্যাট কিনেছেন অভিষেক। তবে এই নিয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি বচ্চন পরিবারের তরফ থেকে।

এর আগে বচ্চনদের বাসভবন ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে ঐশ্বরিয়ার মায়ের বাড়িতে ওঠার কথা চাউর হয়েছিল। শাশুড়ি জয়া ও ননদ শ্বেতা নন্দার সঙ্গে কথা কাটাকাটির জেরেই নাকি বাড়ি ছাড়া হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া ও আরাধ্যা। এবার শোনা যাচ্ছে অশান্তি এড়িয়ে সংসার টিকিয়ে রাখতে নিজেই বাবা-মায়ের সঙ্গ ত্যাগ করছেন অভিষেক।

যে শঙ্কায় বিয়ে করছেন না সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা সালমান খান। অভিনয় জীবনে অসংখ্য হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। তবে ক্যারিয়ারে সফল হলেও ব্যক্তিগত জীবন সাজাতে ব্যর্থ তিনি। তার সময়ের অনেকেই বিয়ে করে সংসারী হলেও তিনি এখনও সিঙ্গেলই রয়ে গেছেন। বয়স ৫৮ হলেও, বলিউড ভাইজানের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। অন্যদিকে, সালমানের অনুরাগীরা অধীর অপেক্ষায় বসে আছেন, তার বিয়ে দেখার জন্য। আদৌ কি বিয়ে করবেন সালমান?

অভিনেতা এ বিষয়ে কিছু না বললেও ছেলের বিয়ে নিয়ে কী ভাবছেন বাবা সেলিম খান? সম্প্রতি তার একটি পুরোনো ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় সামনে এসেছে। সেখানে তিনি জানান, যে শঙ্কায় বিয়ে করছেন না সালমান।

ভিডিওতে সেলিম খানকে বলতে শোনা যায়, 'আসলে সালমান খুবই সহজ-সরল। ও খুব সহজেই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিয়ে করতে ভয় পায়। সালমান মনে করে, কোনো মেয়েই তাঁর মায়ের মতো সংসার গোছাতে পারবে না। আসলে, সালমান সব মেয়ের মধ্যেই মায়ের গুণ খুঁজতে শুরু করে।'

সেলিম খান আরও বলেন, 'সালমান চায়, ও যেই মেয়েকে বিয়ে করবে, সে যেন স্বামী ও সন্তানদের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখে। সে যেন প্রকৃত স্ত্রী হয়ে ওঠে। আসলে এমন মেয়ে পাওয়া আজকাল খুবই কঠিন। তাই সালমান বিয়ে করছে না।'

সালমানের বাবার এমন ভিডিও সালমান ভক্তদের আশায় পানি ঢেলে দিয়েছে। অনেক নেটিজেন মন্তব্যের ঘরে লিখছেন, তাহলে কি চির কুমারই থেকে যাবে সালমান? আবার অনেক নেটিজেন পাচ্ছেন রহস্যের গন্ধ। কিছুদিন আগেও বিয়ে প্রসঙ্গে সালমানের মন্তব্য ছিল, বিয়ে করার জন্য এমন একজনকে খুঁজছেন তিনি, যাকে প্রথম ও শেষবারের মতো বিয়ে করবেন।

২০১৫ সালের ইন্ডিয়া টিভির রিয়্যালিটি শো 'আপকি আদালত'-এ অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন ভাইজান। উপস্থাপক রজত শর্মা তাঁকে ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করেন। এখানে উপস্থাপকসহ উপস্থিত দর্শকও প্রশ্ন করেন ভাইজানকে। কবে বিয়ে করছেন সালমান খান এমন প্রশ্ন করেন এক নারী ভক্ত। মজার ছলে ভাইজান বলে বসেন, 'আমি বিয়ে করব, আপনি ডিপ্রেশনে চলে যাবেন, তখন কী হবে!'

প্রসঙ্গত, অনেকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালেও কাউকেই ঘরণী বানাতে পারেননি সালমান। বেশ কিছুদিন রোমানিয়ান মডেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। সবাই ভেবেই বসেছিলেন লুলিয়া ভান্তুরের সঙ্গেই হয়তো এবার সংসার বাঁধবেন এই অভিনেতা। কিন্তু ভক্তদের সেই আশায় পানি ঢেলে দেন সালমান নিজেই। সাফ জানিয়ে দিলেন 'বিয়ে করবেন না' তিনি।

মুক্তির আগেই 'কল্কি'র আয় প্রায় চারশো কোটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাহুবলীখ্যাত তারকা প্রভাসের নতুন সিনেমা 'কল্কি' মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ৯ মে। কিন্তু ভারতের লোকসভা ভোটের জন্য পিছিয়ে যায় মুক্তির তারিখ। আগামী ২৭ জুন থেকে সিনেমা হলে দেখা যাবে ৬০০ কোটি বাজেটের সিনেমাটি।

মুক্তিপ্রতিক্ষীত 'কল্কি'

সিনেমাটি অনেক কারণে বিশেষ। এরমধ্যে একটি হচ্ছে, এই সিনেমার মাধ্যমে ৩৮ বছর পর অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে পর্দা ভাগ করছেন দক্ষিণী সুপারস্টার কমল হাসান।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর, মুক্তির আগেই নাকি ৬০০ কোটির সিংহভাগ ফেরত পাচ্ছেন 'কল্কি'র প্রযোজকরা। মুক্তির আগেই প্রায় চারশো কোটি টাকা আয় করেছে সিনেমাটি। কিন্তু কীভাবে?

শোনা যাচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশে বিক্রি হওয়া সিনেমার স্বত্ব থেকে ৮৫ কোটি রুপি আয় হয়েছে। কিছু স্বত্বের বিনিময়ে ২৭ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। স্বত্ব মারফত আরও আয় হয়েছে ৭০ কোটি রুপি। ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ টেকনোলজি সার্ভিস থেকে সিনেমাটির প্রযোজকরা এখনই পকেটে ভরেছেন ১৮২ কোটি রুপি।

একইভাবে স্বত্ব থেকে তামিলনাড়ু এবং কেরালায় 'কল্কি'র আয় ২২ কোটি রুপি। কর্ণাটক থেকে পাওয়া গেছে ৩০ কোটি রুপি। আর গোটা উত্তর ভারত থেকে ৮০ কোটি রুপির ব্যবসা করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বিদেশের স্বত্বের বিনিময়ে আরও ৮০ কোটি রুপি ধরা হচ্ছে। সব মিলিয়ে মুক্তির আগেই 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র আয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৩৯৪ কোটি টাকা। এর পর আবার অগ্রিম বুকিংও রয়েছে।

এই সিনেমার ডিসট্রিবিউশন যেভাবে সাজানো হচ্ছে, আর যেরকম শর্তে সিনেমা হলগুলোকে চালাতে দেওয়া হচ্ছে, তাতে দর্শকদের ভালো রিভিও পেলেএই অঙ্ক সহজেই উঠে যাবে বলে মনে করছেন ভারতের সিনেমা বাণিজ্য বিশ্লেষকেরা। তবে প্রভাস-দীপিকা আছেন বলেই, ৭০০ কোটি রুপির অঙ্ক উঠে আসা সহজ নয়। এর আগে মুক্তি পেয়েছিল প্রভাসের 'আদিপুরুষ'। বিশ্বজুড়ে ব্যবসা হয়েছিল ৪০০ কোটি রুপিরও কম। এবার প্রভাসের সিনেমা কত দ্রুত ৫০০ কোটির ছুঁতে পারে, সেটা জানার অপেক্ষা

নাগ অশ্বিন পরিচালিত সিনেমাটিতে আছে মহাভারতের যোগ। তার ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের গল্প সাজিয়েছেন পরিচালক নাগ অশ্বিন। এই সিনেমার সুবাদেই দীর্ঘ ৩৮ বছর পর অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন কমল হাসান। অশ্বত্থামার চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিগ বি। আর কমল হাসান প্রধান খল চরিত্র সুপ্রিম ইয়াসকিন। এছাড়াও সিনেমাটিতে রয়েছেন দক্ষিণী অভিনেতা ব্রহ্মানন্দম, পশুপতি, শোভনা। ভৈরবের ছায়াসঙ্গী বুজ্জির জন্য কণ্ঠ দিয়েছেন কীর্তি সুরেশ। আর সিনেমায় বাঙালির পাওনা কমান্ডার মানসের চরিত্রে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

'লিভ টুগেদার' করছেন বিজয়-তৃষা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনেক দিন ধরেই ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় থালাপাতি আর অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণণকে নিয়ে গুঞ্জন চলছিলই। তারা নাকি প্রেমে ডুবে আছেন। গুঞ্জন আরও জোরালো হল তৃষার ভাগ করে নেওয়া বিজয়ের জন্মদিনের ছবিতে।

সোমবার ছিল বিজয়ের জন্মদিন। মঙ্গলবার উদযাপনের কিছু ছবি প্রকাশ্যে আনেন দক্ষিণী নায়িকা। সেখানেই ফাঁস, প্রেম ছাড়িয়ে আরও গভীরে তাদের সম্পর্ক। বিনোদন দুনিয়া বলছে, বিজয়-তৃষা নাকি 'লিভটুগেদার' করছেন! এর পিছনেও গল্প আছে। বিজয় এবং তৃষা ২০০৫-এ 'গিলি' ছবিতে প্রথম জুটি বেঁধেছিলেন। দু'জনের রসায়নে ছবি ব্লকবাস্টার। সেই ধারা অব্যাহত 'আথি', 'থিরুপাচি' এবং 'কুরুভি'র মতো ছবিতেও। ২০০৮-এ তারা জুটি বেঁধে ছবিতে অভিনয় বন্ধ করে দেন। কারণ, প্রথম ছবির সেই রসায়ন নাকি বাস্তব জীবনে ছায়া ফেলেছিল। বিজয়ের পরিবার তার উপরে তৃষার সঙ্গে ছবি না করার শর্ত চাপিয়েছিল। সেই সময় তারা ঘোষণাও করেন, সবটাই রটনা। তারা শুধুই বন্ধু। ১৫ বছর পর সব রটনা সরিয়ে ফের তারা জুটিতে ফেরের লোকেশ কানাগরাজের 'লিও' ছবিতে। অনুরাগীরা তাদের এক ফ্রেমে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়। তখনই নতুন গুঞ্জন, লুকিয়ে প্রেম করছেন তারা।

এরপর গত এক বছরে যুগলকে পর্দার বাইরেও আবিষ্কার করেছেন ফটোগ্রাফাররা। কখনও বিমানবন্দরে, তো কখনও বিজয়ের বাড়িতে। আবার কখনও একই অনুষ্ঠানে তারা আলাদাভাবে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু পোশাকে রংমিলান্তি! দুই তারকার গোপন প্রেম ছাইচাপা আগুনের মতোই ধিকিধিকি জ্বলেছে। যার আঁচ পেয়েছে বিনোদন দুনিয়া। সোমবার উদযাপনের পর বিজয়ের বাড়ির লিফটে তৃষাকে দেখা যেতেই হাতেনাতে ধরেছেন অনুরাগীরা। তাদের দাবি, শুধু প্রেম নয়, 'লিভ টুগেদারও' করছেন এই যুগল।

অবসর ভেঙে ফেরার সেই কঠিন সময়ের গল্প শোনালেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজের ৩৭তম জন্মদিনে পডকাস্টার জুয়ান পাবলো ভার্স্কির সাথে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন লিওনেল মেসি। সেখানে না বলা অনেক কথাই বলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মহানায়ক। বলেছেন ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপ থেকে সেচ্ছা বিরতিতে যাওয়ার পর ফেরার গল্প।

২০১৬ কোপা আমেরিকার ফাইনালে টাইব্রেকারে চিলির বিপক্ষে হারের পর তীব্র সমালোচনার মুখে অবসর নিয়েছিলেন মেসি। দুই বছর পর রাশিয়া বিশ্বকাপে কোনোমতে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর ফ্রান্সের বিপক্ষে ৪-৩ গোলের সেই হতাশার হারে শেষ হয় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ অভিযান। এরপর হতাশায় বিরতিতে যান মেসি। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন আর হয়ত আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেখা যাবে না মেসিকে।

বিশ্বকাপের ওই ব্যর্থতার জেরে আর্জেন্টিনা দলেও আসে বদলের সুর। কোচের দায়িত্ব থেকে চলে যেতে হয় হোর্হে সাম্পাউলিকে। যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লম্বা সময় খেলেছেন মেসি, সেই সতীর্থদের মধ্যে হাভিয়ের মাসচেরানো, লুকাস বিগলিয়া, গনসালো হিগুয়াইন, নিকোলাস ওতামেন্দি ও আনহেল দি মারিয়া হলেন দলছুট। পরে অবশ্য ওতামেন্দি ও দি মারিয়া ফিরে আসেন মেসির মতোই; সেরা সাফল্যের স্বাদও পান দুজনে।

পরে তো লিওনেল স্কালোনি কেবল সবকিছু গুছিয়ে নিতে শুরু করেন। নতুনদের দিকে হাত বাড়ান নতুন কোচ। রদ্রিগো দে পল, লেয়ান্দ্রো পারেদেস, জিওভান্নি লো সেলসো, লাউতারো মার্তিনেস- এই নতুনেরা তখন আরও অনেকের মতো আর্জেন্টিনার জোয়াল কাঁধে নিতে মুখিয়ে।

আর্জেন্টাইন সাংবাদিক পাবলোকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ওই পরিস্থিতিতে নানা কারণে তিনিও তখন ঠিক ভাবেননি ফেরার কথা।

"যা ঘটে গিয়েছিল, তাতে জাতীয় দলে আমার ফেরাটা ছিল ভীষণ কঠিন। দলে তখন সবাই নতুন ছেলে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদের চিনতাম না। যদিও দীর্ঘদিন জাতীয় দলে ছিলাম, কিন্তু আমি যে ধাঁচের, তাতে এই গ্রুপের মধ্যে ঢোকা আমার জন্য ছিল খুবই কঠিন।"

"(ওই সময়) আর্জেন্টিনা টানা দুটি প্রীতি ম্যাচও খেলে, মেক্সিকোকে হারায় এবং ম্যাচটা হয়েছিল আর্জেন্টিনায়ুছেলেরা ততদিনে পরস্পরকে চেনে; কিছু সময় একসাথে ছিল এবং এই নতুন ধাপে সেটা তাদের শুরু ছিল।"

না ফিরলে হয়ত একজন গ্রেট ফুটবলার হিসেবেই ইতিহাসের পাথায় থেকে যেতেন মেসি। কিন্তু তিনি ফিরলেন, এরপর জিতলেন কোপা আমেরিকা। তারপর তো বিশ্বকাপ জিতে হয়ে গেছেন সর্বকালের সেরাদের একজন।

মেসির এই ফিরে আসাটা মোটেও সহজ ছিল না বলে জানালেন তিনি নিজেই। এজন্য তিনি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিলেন সতীর্থ রদ্রিগো ডি পলকে।

"রদ্রিগো তার মতো করে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল। মনে পড়ছে, তার সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হলো, সে আমাকে অনেক কিছু মনে করিয়ে দিল। দলের মধ্যে সে খুবই হাসিখুশি এবং খুবই ভালো ছেলে। আমাদের সবার ভেতরের সেরাটা সে নিংড়ে বের করে এনেছিল।"

"আমরা কথা বলছিলাম। তখন সে ওতামেন্দির সঙ্গে ভালেন্সিয়ায়। আমার কল্পনার চেয়েও দ্রুততর সময়ে সে আমাকে তাদের গ্রুপে যুক্ত করে ছাড়ল। সে অনেক সাহায্য করেছিল আমাকে।"

"উভয় পক্ষকেই এটা সাহায্য করেছিল। যেভাবে সে (দে পল) আমার সঙ্গে কথা বলেছিল, দলে একত্রিত করেছিল এবং আমার অবস্থান ছিল লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং পদক্ষেপটা নেওয়ার চেষ্টা করার। দ্রুতই বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল; যখন চারপাশে ভালো মানুষ থাকে, সবকিছু তখন আরও বেশি সহজ হয়ে যায়।"

অর্জনের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ করার সুযোগ মেসির সামনে। চলমান কোপা আমেরিকায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে কানাডাকে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ সময় বুধবার সকাল ৭টায় চিলির মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

সেই চিলি, নিউ জার্সির এই মাঠেই যাদের বিপক্ষে ২০১৬ আসরের ফাইনালে টাইব্রেকারে হেরে হৃদয় ভেঙেছিল মেসি-দি মারিয়াদের।

ইংল্যান্ডকে রুখে দিয়ে
ইতিহাসের পাতায় স্লোভেনিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোলনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ড্র করে ইউরোসহ যে কোনো বড় টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে প্রথমবারের মতো পা রাখল দ্য ড্রাগন্স খ্যাত স্লোভেনিয়া। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় সি গ্রুপ থেকে মুখোমুখি হয় ইংল্যান্ড-স্লোভেনিয়া। মিসের মহড়ায় ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত গোল শূন্য ড্র হয়।

তিন ম্যাচ শেষে ১ জয়ে সর্বোচ্চ ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। সমান ম্যাচে প্রত্যেকটিতে ড্র করে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে স্লোভেনিয়া। গ্রুপ পর্বের সেরা চারটি তৃতীয় স্থান বিবেচনায় দেশটি প্রথমবার শেষ ষোলোতে নাম লেখায়। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে ডেনমার্কও নাম লিখিয়ে শেষ ষোলোতে।

প্রথমার্ধে বরাবরের মতো ইংলিশরা ছিল খাপছাড়া। দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কয়েকটি আক্রমণের সুযোগ তৈরি করেন ফোডেন-রাইসরা। বুকাও সাকার বদলি হিসেবে নেমে দারুণ খেলেন পালমার। হ্যারি কেমনকে কিছুটা সাবলীল দেখা গেলেও তিনিও ছিলেন নিজের নামের ছায়া হয়ে। আক্রমণ, বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। ১৬টি শটের পাশাপাশি ৭৪ শতাংশ সময় বল নিজেদের পায়ে রাখেন কেনরা। অন্যদিকে মাত্র ৫টি শট নেওয়া স্লোভেনিয়া ইংল্যান্ডের আক্রমণ রোখায় ব্যস্ত ছিল বেশি।

পোল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করল ফ্রান্স

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সিগন্যাল ইদুনা পার্কে পোল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করেছে ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপ্পে প্রথমবার ইউরোতে গোল করলেও রবার্ট লেভানডোভস্কি তা ম্লান করে দিয়েছেন। দুই পেনাল্টি গোলের ম্যাচটি ড্র হয়েছে ১-১ গোলে।

ডর্টমুন্ডে বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে পোল্যান্ড ও ফ্রান্সের। দুই দল আক্রমণ পাল্টা আক্রমনে মাচ জমিয়ে তোলে। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে পোল্যান্ডের বক্সে ফাউলের শিকার হন দেম্বেলে। এমবাপ্পের শটের বিপরীতে ঝাঁপান স্কোরুপস্কি। ফ্রান্সের অধিনায়ক ইউরোতে পান প্রথম গোলের দেখা। তবে সেই আনন্দ ম্লান করে দেন লেভান্দোভস্কি। ৭৬ মিনিটে পোল্যান্ডের খেলোয়াড় উপামেকানো ফাউল করেন সুইডারস্কিকে। রেফারি ভিএআর দেখে পেনাল্টি দেন পোল্যান্ডকে। দলটির সর্বকালের শীর্ষ গোলদাতা লেভানদোভস্কি শট নেন। মাইগনান ডানদিকে ঝাঁপিয়ে বল ঠেকান। কিন্তু লেভানদোভস্কি শট নেওয়ার আগেই গোললাইন ছেড়ে তিনি বেরিয়ে আসায় আবার সুযোগ পায় পোল্যান্ড। এবার নিচু কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান লেভানদোভস্কি। ড্র করে গ্রুপে তৃতীয় হলেও পরের রাউন্ডে খেলবে পোল্যান্ডও।

কোপা আমেরিকা ২০২৪
চিলিকে হারিয়ে শেষ আটে আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েও মিলছিল না জালের দেখা। ম্যাচের শেষ সময়ে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মনে স্বস্তি এনে দিলেন বদলি খেয়োয়াড় লাওতারো মার্তিনেস। তার একমাত্র গোলেই চিলিকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

নিউ জার্সির এই মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই ২০১৬ আসরের ফাইনালে ট্রাইব্রেকারে চিলির বিপক্ষে হেরে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। সেই একই মাঠে বংলাদেশ সময় বুধবার সকালে চিলিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা।

অভিজ্ঞ গোলরক্ষক ক্লাদিও ব্রাভো চীনের প্রচীর হয়ে ছিলেন মেসি-মার্তিনেস-দি মারিয়াদের সামনে। ৬২ শতাংশ বলের দখল রেখে গোলের উদ্দেশে নেওয়া ২২টি শটের ৯টি লক্ষ্যে রাখে আর্জেন্টিনা। এর মধ্যে কেবল একবারই হার মানেন ব্রাভো। খুব কাছ থেকে মার্তিনেসের নেওয়া সেই শটে অবশ্য কিছুই করার ছিল না তার।

বিরতির পর নিকোলাস গঞ্জালেস একবার চিলির ক্রসবারও কাঁপিয়েছেন। ভাগ্য সহায় হয়নি আর্জেন্টিনার। ৩৭তম জন্মদিনের কেক কেটে মাঠে নামা লিওনেল মেসি প্রথমার্ধে পোস্ট কাঁপানোর পর ৬৮ মিনিটেও গোলের সুযোগ নষ্ট করেছেন।

৭৩তম মিনিটে হুলিয়ান আলভারেসের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন লাওতারো মার্তিনেস। আর গঞ্জালেসের বদলি নামেন আনহেল দি মারিয়া।

ম্যাচের ৮৮তম মিনিটে কর্নার পায় আর্জেন্টিনা। ডান প্রান্ত থেকে মেসির নেওয়া সেই কর্নার কিক থেকে বাম প্রান্তে কিছুটা ফাঁকায় বল পেয়ে জোরালো শটে ব্যবধান গড়ে দেন মার্তিনেস। প্রথম ম্যাচেও জালের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে দি মারিয়ার সহজ ক্রসে টোকায় ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারেননি ইন্টার মিলানের এই স্ট্রাইকার। মারেন গোলরক্ষক বরাবর। তবু শেষ পর্যন্ত স্বস্তির জয় নিয়েও মাঠ ছাড়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা

ম্যাচের প্রথম ৭০ মিনিট গোলের উদ্দেশে কোনো শটই নিতে পারেনি চিলি। পুরোটা সময় তাদের কেটে যায় নিজেদের রক্ষণ আগলে রাখতে। ৭১তম মিনিটে প্রথম গোলে শট নেওয়ার সুযোগ পায় তারা। ৮ মিনিটের ব্যবধানে মোট তিন বার পাল্টা আক্রমণে উঠে ভীতি ছড়ায় আর্জেন্টিনা রক্ষণে। তিনটি শটই প্রতিহত করেন আর্জেন্টিনা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস।

২ ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপ থেকে পরের রাউন্ড নিশ্চিত করল আর্জেন্টিনা। একই গ্রুপে দিনের অন্য ম্যাচে পেরুকে ১-০ গোলে হারানো কানাডা ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে। ২ ম্যাচে পেরুর সংগ্রহ ১ পয়েন্ট।

বিবর্ণ ফুটবলে ফের জয়হীন থেকেও
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোনভাবেই ইউরোতে ছন্দ খুঁজে পাচ্ছেনা আসরের অন্যতম ফেভারিট ইংল্যান্ড। নিজেদের ইউরো ইতিহাসের অন্যতম সেরা অ্যাটাকিং লাইন নিয়ে এসেও গোল যেন সোনার হরিণ ইংলিশদের কাছে। প্রথম দুই ম্যাচে একবার করে প্রতিপক্ষের জালের দেখা পেলেও মঙ্গলবার ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৫৭ নম্বর দল স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে জালের দেখায় পায়নি সাউথগেটের শিষ্যরা।মাঝমাঠ-আক্রমণের বিবর্ণতায় আরও একবার মাঠ ছাড়তে হয়েছে ড্রয়ের হতাশা নিয়ে।

কোলনে মঙ্গলবার রাতে 'সি' গ্রুপের স্লোভেনিয়া বিপক্ষে ম্যাচে গোলশূন্য ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে গতবারের রানার্স আপদের।

ফলে সার্বিয়ার বিপক্ষে কষ্টার্জিত জয়ের পর জয়ের পর সাদামাটা ফুটবলে টানা দুই ম্যাচ ড্র করল শিরোপার স্বপ্ন নিয়ে জার্মানি আসা ইংল্যান্ড। ম্যাচে বল দখলেও ঢের এগিয়ে থাকলেও আক্রমণে ধার ছিলনা সাউথগেট শিষ্যদের।২০ তম মিনিটে অফসাইডের বুকায়ো সাকার গোল বাতিল হয়।সেটি বাদ দিলে গোলের জন্য প্রথম অফিসিয়ালপ শট নিতেই ইংলিশদের লাগে ৩০ মিনিট। তবে হ্যারি কেইনের সেই শট স্লোভেনিয়ার রক্ষণকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ম্যাচ জুড়ে আরও বেশ কয়েকটি আক্রমণ শাণালেও সেগুলো ততটা ভীতি ছড়াতে পারেনি প্রতিপক্ষের উপর।

গ্রুপ পর্বে এমন বিবর্ণ পারফরম্যান্সের পরেও অবশ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই নকআউটে যাচ্ছে ইংলিশরা।এক জয় আর দুই ড্রয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপের শীর্ষে ইংল্যান্ড।

টি-টোয়েন্টি থেকেও
অবসরে ডেভিড ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগেই টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার। জানিয়েছিলেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার পরেই ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটকে বিদায় জানাবেন তিনি।

আজ আফগানিস্তানের কাছে বাংলাদেশের হারের পর অস্ট্রেলিয়ার সেমির স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। এরপরই ওয়ার্নারের টি-টোয়েন্টি ছাড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নিজেদের ফেসবুক পেজে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড।

ভারত ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারের ফলে সমীকরণের মারপ্যাচে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যাত্রা শেষ হয়েছে সুপার এইট থেকেই। তাই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচই ডেভিড ওয়ার্নারের খেলা শেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হয়ে থাকলো। গত গ্রীষ্মে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলা ডেভিড ওয়ার্নার ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার শেষ হলে কার্যত আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ হলো ওয়ার্নারের। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডেভিড ওয়ার্নারের টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান সম্বলিত পোস্টে তাকে ধন্যবাদ দিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১১০ টি-টোয়েন্টি খেলে ৩২৭৭ রান করেছেন তিনি, সেটাও ১৪২.৪৭ স্ট্রাইক রেটে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ৩৭ বছর বয়সী ওয়ার্নার ৪৯ সেঞ্চুরিতে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে করেছেন প্রায় ১৯ হাজার রান।

নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে
গ্রুপ সেরা অস্ট্রিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন দশকের বেশি সময় পর ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের নকআউট পর্বে উঠল অস্ট্রিয়া। পাঁচ গোলের থ্রিলারের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে গ্রুপ সেরা হয়েছে তারা। ম্যাচের শুরু থেকে উজ্জীবিত ফুটবল খেলে অস্ট্রিয়া। দুইবার পিছিয়ে পড়ার পর প্রতিবার সমতা ফেরায় নেদারল্যান্ডস। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।

বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে গোল পাল্টা গোলে নেদারল্যান্ডস-অস্ট্রিয়ার লড়াই জমে উঠে। ষষ্ঠ মিনিটে নেদারল্যান্ডসের ডোনিয়েল মালেন আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে দেন অস্ট্রিয়ানদের। এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় অস্ট্রিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে ফিরেই গোল শোধ দেয় ডাচরা। কোডি গাকপো ৪৭ মিনিটে স্কোর ১-১ করেন। ৫৯ মিনিটে রোমানো শুমিডের গোলে ফের অস্ট্রিয়া লিড নেয়। ৭৫ মিনিটে গোল শোধ দেন মেমফিস ডিপায়। পাঁচ মিনিট পর ফের এগিয়ে যায় অস্ট্রিয়া। মার্সেল স্যাবিটাইজারের বাঁ পায়ের রকেট গতির কোনাকুনি শট জালে জড়ালে জয়ের আনন্দে মাতে তারা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR